ভারত কেন স্বাধীন নয় ?

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

লাঙ্গল - ৩০শে পৌষ, ১৩৩২

ইংলণ্ডের ধনিক সমাজ তাদের লোভ চরিতার্থ করার জন্য ইংলণ্ডের নামে ভারতবর্ষকে শাসন করছে, আর ভারতবর্ষ তার নিঃস্বার্থপরতাহেতু এই ধনিক সমাজেরই ভোগের উদ্দেশ্যে তথাকথিত ইংলণ্ডের নামে দাসখত লিখে দিয়ে বসে আছে। কথাটা আরো পরিষ্কার করে বলছি। ভারতে যাঁরা জাতীয় আন্দোলন নিয়ে ব্যাপৃত আছেন তাঁদের অধিকাংশই ভারতের বর্তমান শাসনকে ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র নামে অভিহিত করে থাকেন। এই আমলাতন্ত্রকে তারাধবংস করতে চান, তবে ধবংস করে এর জায়গায় কোন তন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তা জানার সৌভাগ্য কিন্তু আজো পর্যন্ত আমাদের ঘটে ওঠেনি। জগতে অদ্যাবধি এমন কোন তন্ত্র কল্পিত হয়েছে বলে আমরা শুনিনি যার কাজ চালাবার জন্য আমলার প্রয়োজন হবে না। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অবস্থাভেদে এই আমলার প্রকারভেদ হয়ে থাকে। একটা তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যেখানে হবে সেখানে সে তন্ত্রের একটা দফতরের প্রতিষ্ঠাও হতে হবে, আর এই দফতরটিকে রক্ষা করার জন্য আমলারও প্রয়োজন হবেই হবে। দপ্তর আর আমলা এ দুটো বস্তু একেবারেই হরিহর-আত্মা, কাউকে ছেড়ে কেউ বাঁচতে পারে না। সত্যপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে, ভারতে বর্তমানে যেশাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এটা আমলাতন্ত্র নয় পরন্তু ধনিকতন্ত্র, অর্থাৎ ইংরেজীতে যাকে বলা হয় Plutocracy, ঠিক তাই।

যাঁদের শোনবার জন্য কান আছে, আর দেখবার জন্য চোখ রয়েছে, তাঁরা জানেন ইংলণ্ডের জনসাধারণের দ্বারা ভারতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয় না, যাঁরা আমাদের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাঁরা হচ্ছেন ইংলণ্ডের জনকতক ব্যাপারী; যত পান ততই তাঁরা চান, তাঁদের লোভ অপরাজেয়। নিজেদের ধনসম্পত্তিতে তাদের পেট ভরছে না। তাই, তারা ভারতবর্ষে ও অন্যান্য উপনিবেশে দোকান খুলে বসেছেন। ঠিক এ অবস্থা ফ্রান্সের, এ অবস্থা আমেরিকার। ফ্রান্স আর আমেরিকাকে যে গণতন্ত্র বলা হয় সেটা শুধু মনকে চোখ-ঠারা মাত্র। আসলে এ দুটো গবর্ণমেন্ট ধনিকতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুইনা। যাক, ইংলণ্ডের ধনিক সমাজের কথা বলছিলুম। আমরা অবুঝ আর নাবালক বলে আমাদের উপকারের জন্য তাঁরা আমাদের অভিভাবক হতে আসেনি, আমাদের এ দেশে তাঁদের কারবারের জায়গা। সকল মহাজনের খরিদ-বিক্রির সুবিধার জন্যে স্থানীয় দালালের প্রয়োজন হয় থাকে। ইংলণ্ডের ধনিক সমাজেরও বহু ভারতীয় দালাল রয়েছেন।তাঁরা নানা রূপে নানা আসনে অধিষ্ঠিত আছেন। জমিন কোথায় রয়েছে তা জানা না থাকলেও তাঁরা জমিনের মালিক, কোন প্রকারে পণ্যদ্রব্য স্পর্শ না করেও তাঁরা মহাজন অর্থাৎ লাভের মালিক, পণ্যদ্রব্য তৈয়ার না করে ও তাঁরা পণ্যদ্রব্যের মালিক। আর কর্মক্ষেত্রে তাঁরা যতই কম পরিশ্রম করেন ততই বেশী মাইনের মালিক। কাজেই ধনিকতন্ত্রের দ্বারা সাধারণভাবে ভারতের যতই অহিত হোক না কেন, তাঁদের নিজেদের হিত যথেষ্ট হচ্ছে, আর এই আত্ম-হিতের জন্য তাঁরা ধনিক-তন্ত্রেরও হিতাকাঙক্ষী।

এই যে রীতি-নীতি চলেছে এর জন্য যাঁরা সকল দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, তারা ভারতের জনসাধারণ-ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। কৃষক গণের দ্বারা সর্বাধিক খাদ্যোৎপাদন উৎসাহিত হচ্ছে বটে, কিন্তু সে

খাদ্যোৎপাদন তাঁদের ভোগে যা এসে থাকে তা না আসারই মত। শ্রমিকদিগের অবস্থাও তথৈবচ। কারখানাতে তারা খেটে মরেন সত্য, পেটে খেতে কিন্তু যথোপযোগী খাদ্য পান না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে ভারতের লোক দিনকে দিন রুগ্ন, পঙ্গু ও অল্পায়ু হয়ে পড়েছেন, ভারত ধবংসের পথে চলেছে।

আমরা দেখেছি কুকুর বিড়ালকে তাড়া করে নিয়ে যায়, বিড়াল ও প্রথমে প্রাণপনে ছুটে ছুটে আপনাকে বাঁচাতে চেষ্টা করে, কিন্তু পেরে যখন ওঠে না, তখন ফিরে দাঁড়িয়ে পাল্টা আক্রমণ করে কুকুরকে। এও দেখেছি সেই আক্রমণের চোট কুকুর প্রায় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু, এ দেশের কৃষক, এ দেশের শ্রমিক দিনের দিন স্বার্থান্বেষী লোকেদের দ্বারা বিলুণ্ঠিত হচ্ছেন, অথচ একটি প্রতিবাদের শব্দ তাঁদের মুখ থেকে বেরুচ্ছে না। এঁদের জীবনে যোগের সাথে কোথাও দেখাশোনা নেই, কেবল বিয়োগের একটানা রেখাটি যেন কোথায় কোথায় কোন অসীমের পানে বেড়েই চলেছে. ভারতের এ দুরবস্থার সাথে জগতের আর কোন দেশের অবস্থার তুলনা হয় না। আর - আর দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকেরাও যা পাওয়া উচিত তা হয়ত পান না, কিন্তু না পাওয়ার জন্যে অসন্তোষ তারা সর্বদাই প্রকাশ করে থাকেন। সেই জন্যে তাঁদের জীবন সকল দিক দিয়ে আমাদের দেশের কৃষাণ ও শ্রমিকদের চেয়ে উন্নত।

ভারতবর্ষ একটি অভিশপ্ত দেশ, নিরবচ্ছিন্ন অভিশাপ এর সকল দিককে ঘিরে রেখেছে। এ দেশে প্রাচীন কালে বড় বড় ঋষিরা জন্মগ্রহন করেছিলেন, তারা নাকি বলে গিয়েছিলেন জীবনটা নিছক মায়া ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাঁদেরমতে জীবনে বিয়োগের অংকটা যতই বাড়ানো যায় ততই নাকি পুণ্যের কাজ করা হয়। আর যোগের অংক বাড়ালে হয় পাপ, এমন বড় পাপ যে তার কোনকালে ক্ষমা নেই। পরে এলেন মুসলমানেরা। তাঁরাও নিয়ে এলেন গোটাকতক থিওলজী অর্থাৎ ব্যবস্থা-শাস্ত্রের কেতাব। কাজেই ব্যবস্থাদাতা অর্থাৎ মোল্লার সংখ্যা এদেশে খুব বেড়ে গেল। এই মোল্লারা শেখাচ্ছেন পৃথিবীর সুখদুঃখটা কিছু নয়। কোনরকম করে দুনিয়ায় দুদিনের জীবনটা দুঃখকষ্টে কাটালেই হল, তার পরে, পরকালে অক্ষয় স্বর্গে অনন্ত জীবন, আর অনন্ত সুখ। মোটের উপর কপট সাধু-সন্ন্যাসী- গুরু-পুরোহিতও মোল্লা-মৌলবী - ফকিরগণ ভারতের জনসাধারণের হৃদয় হতে সকল আশা- আকাঙ্খার বিলোপ সাধন করে দিয়েছেন। এঁদের ফাঁদে পড়ে ভারতের কৃষাণ ও শ্রমিকগন লোভে হাতে পাওয়া জিনিষটা খুইয়ে বসে আছে,শ্রেণীহিসাবে এই কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এঁরা শ্রমবিমুখ লোক, আপনাদের ষোল-আনা ভোগের জন্য জনসাধারণের মধ্যে ত্যাগের বাণী প্রচার করে থাকেন। এঁদের পেশা হচ্ছে কৌশল জালবিস্তারপূর্বক নিরীহ চাষী-মজুরদিগকে লুঠ করা। কাজেই শ্রেণী হিসাবে এঁরাও ধনিকতন্ত্রের খুব বড় সহায়ক।

ভারতের প্রানশক্তি হচ্ছে ভারতের চাষী আর মজুরগণ। এঁদের সংখ্যা শতকরা ৯৫ জনের কম। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা এদের চাওয়া না চাওয়ার উপর নির্ভর করছে। এঁরা আপনাদের ষোল-আনা বুঝে নিতে বদ্ধপরিকর নাহলে ভারতের বর্তমান শাসনপ্রণালীর আমূল পরিবর্তন কিছুতেই সাধিত হতে পারে না। কিন্তু এঁদের জীবনে পাওয়ার আকাঙক্ষাই যদি না জন্মে তবে কিসের জন্য এরা পাওয়ার দাবী জগতের সম্মুখে পেশ করতে যাবেন? ভারতের নবীন প্রচার করা আর তাঁদের স্যতকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সম্প্রদায়কে এ ক্ষেত্রে সমবেত হতে হবে। চাষি আর মজুর দের মধ্যে জীবনের বাণী প্রচার করা আর তাদের সত্যকারের জীবনের সন্ধান দেওয়াই নবীন শিক্ষিত সমাজের একমাত্র কাজ। চাষী আর মজুরদের বলতে হবে, তোমরা অজানা ভবিষ্যতের আশায় বর্তমানেরশ্রমলব্ধ ধন পরের পায়ে বিলিয়ে দিয়ে বসে আছ, কিন্তু জাননা তোমরা বিয়োগের ভিতর দিয়ে লাভ কখনো হতে পারে না। লাভের জন্যে যে যোগ চাই-ই চাই। এদের বোঝাতে হবে তাদের শ্রমের ধনে তাদের ভোগের অধিকার ষোল - আনা রয়েছে, সেই অধিকার ত্যাগ করে তারা পৌরুষের পরিচয় না দিয়ে কাপুরুষতার পরিচয়ই দিচ্ছে, মনুষ্যত্বহতে তারা বহুদুরে সরে পড়েছে। এক কথায়, জীবনে খাওয়া-পরার তীব্র আকাঙক্ষা যতদিন না আমাদের দেশের কৃষক ও শ্রমিকগণের প্রাণে জাগবে ততদিন আমাদের অবস্থার পরিবর্তন কিছুতেই হবে না। পরিবর্তনের প্রয়োজনের সৃষ্টি না হলে পরিবর্তন কেনই বা হবে?

কপট সাধু-সন্ন্যাসী ও মোল্লা-মৌলবী প্রভৃতির দুষ্ট আওতা হতে ভারতের কৃষক ও শ্রমিক-জীবনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারলে আমাদের উদ্ধারের আশা একেবারেই নেই। এ অবস্থায় আমাদের শুধু যে দাসত্বের ঘৃণিত জীবন বহন করতে হবে, তা নয়, আমাদের জীবন দিনকে দিন যে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে, তাতে আমরা ধরাবক্ষ হতে একবারেই বি
লুপ্ত হয়ে যাব।

বীরভূম প্রজা - সম্মিলন
কীর্ণাহারের অধিবেশন
গত ২৫শে পৌষ শনিবার বেলা ৩টার সময় বীরভূম কীর্ণাহারের এক প্রজা সম্মিলন অধিবেশন হয়। বীরভূম কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিলাল ঘোষ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় প্রজাদের স্বার্থরক্ষা ও তাহাদের উন্নতির উপায় সম্বন্ধে নানা আলোচনার পর নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহন করা হয় ঃ

১। যেহেতু গবর্ণমেন্ট প্রজাস্বত্ব আইনের সংশোধনের নিমিত্ত যে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা প্রজাসাধারণের দিক হইতে সন্তোষজনক নহে অতএব এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে ব্যবস্থাপক সভার সদ্যস্যগণ বিশেষতঃ সিলেক্ট কমিটির সভ্যগন যেন এই পাণ্ডুলিপি মঞ্জুর না করেন।
২। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, দেশের মেরূদণ্ডস্বরূপ কৃষকগণের স্বার্থের অনিষ্টকর কোন আইন বিশেষতঃ প্রজাস্বত্ব সম্বন্ধীয় আইন মঞ্জুর না হওয়াই শ্রেয়ঃ।
৩। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে কৃষকগণকে জমিতে কায়েমী স্বত্বক্রমে নিম্নলিখিত অধিকার দিতে হইবেঃ
ক) স্বেচ্ছায় বিনা সালামীতে জমি হস্তান্তর করিবার অধিকার।
খ) বিনা সালামিতে কুপ ও পুষ্করিনী খনন করা, পাকা বাড়ী তৈরী করিবার এবং গাছ কাটার অধিকার।
৪। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে জমিদারগণ হস্তান্তরিত জমি উচ্ছেদ করিতে পারিবেন না।
৫। এই সভা প্রস্তাব করিতেছে যে, জমির খাজনা সম্বন্ধে একটা উর্দ্ধতন হার থাকিবে, এবং সেই হার জমিদার কর্তৃক গবর্ণমেন্টের নিকট প্রদত্ত হারের দেড়গুণ অপেক্ষা বেশী হওয়া উচিত নয়।
৬। বাকীখাজনার উপর ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের সুদের হারের সমান হইবে এবং বাকী খাজনার দায়ে ষোল-আনা সম্পত্তি নীলাম না হইয়া কেবল বাকী খাজনা আদায়ের ব্যবস্থা করিতে হইবে।
৭। জমির খাজনা ছাড়া জমিদার কিংবা তাহাদের আমলা কর্তৃক যে- কোন আওয়াব, ভেট ও বাজে আদায় যেন বেআইনী ও পুলিশ চালানী অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হয়।
৮। প্রস্তাব করা যাইতেছে যে প্রজাদের স্বার্থরক্ষা ও তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য প্রত্যেক ইউনিয়নে একটি করিয়া প্রজাসঙ্ঘ স্থাপন করা হউক।
৯। যাহাতে প্রজাদের স্বার্থহানি না হয় তজ্জন্য প্রত্যেক ইউনিয়ন বোর্ড লোকাল বোর্ড ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায়, প্রজা পক্ষীয় লোক প্রতিনিধি পাঠাইবার ব্যবস্থা করা চাই।
১০। বর্তমানে এতদঞ্চলে জমি মাপ ও জরিপ হইতেছে, তাহাতে কোন কোন সেটেলমেন্ট কর্মচারী প্রজাদের উপর অত্যাচার ও রূঢ় ব্যবহার করিতেছে শোনা যায়। যাহাতে তাঁহারা ঐরূপ ব্যবহার না করেন তজ্জন্য তাঁহাদিগকে এবং সেটেলমেন্ট অফিসার মহোদয়কে অনুরোধ করা যাইতেছে।

হাওড়া জেলা প্রজা সম্মিলন
এই সম্মিলন প্রস্তাব করেন যে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন নিম্নলিখিত সত্য সহ পরিবর্তিত হউকঃ
১। জমিদারের বাজে আদায় আইনসংগত নহে বলিয়া বন্ধ করা।
২। দখলি স্বত্ববিশিষ্ট প্রজা কর্তৃক বৃক্ষ কর্তন, ইঁদারা ও পুকুর খনন, ইষ্টক নির্মাণ ও পাকাবাড়ী করিবার অধিকার লাভ ও উত্তরাধিকার সুত্রে সমূহ স্বত্বলাভের ক্ষমতা প্রদান।
৩। নাম খারিজের সময় 'খারিজানা হার আইনের দ্বারা শতকরা অনধিক তিন টাকা হিসাবে নির্দেশ করা।
৪। খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধি হেতু বা অন্য কোন কারণে খাজনার সাময়িক বৃদ্ধি রহিতকরণ।

৫। জমিদার কর্তৃক উপযুক্ত পরিমাণ নিষ্কর গোচর জমির ব্যবস্থা।
৬। আবশ্যক হইলে কাচারিতে না গিয়া রেন্ট মণিঅর্ডার দ্বারা খাজনা দেওয়ার প্রথা প্রবর্তন।
৭। মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পাণীর মত কোনও কোম্পানীর সহিত গবর্ণমেন্টের মহাল ইজারা না দেওয়ার ব্যবস্থা।
৮। সাক্ষাৎভাবে কৃষকদের সহিত গবর্ণমেন্টের জমি বিলির ব্যবস্থা।
৯। সাক্ষাৎভাবে প্রজাদিগের সহিত জলকর বিলির ব্যবস্থা।
১০। মিউনিসিপ্যালিটীর এলাকার মধ্যে বঙ্গীয় প্রজাসত্ব আইনের প্রয়োগ।
১১। কোনরূপ 'নজরানা' না দিয়া প্রজাকে জমির আংশিক বা সমূহ হস্তান্তর দান 'ক্রিয়াদি' করিবার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান।
১২। বাকী খাজনার জন্য জমিদার শতকরা অনধিক বার্ষিক ছয় টাকা হারে সুদ ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার ক্ষতিপূরণ পাইবেন না।
১৩। জমিদারের 'কুৎ' প্রথার দ্বারা বাৎসরিক খাজনা নির্দেশ করিবার ক্ষমতা বাদ করা এবং তৎপরিবর্তে পার্শ্ববর্তী গ্রামসমুহে প্রধানত খাজনা অনুসারে হার স্থায়ীভাবে নির্দেশ করা।
১৪।প্রতি পনের বৎসর অন্তর কর বৃদ্ধির রহিত করা।
১৫। জমিদার বাঁধ খরচা আদায় সম্পর্কে উপযুক্ত বাঁধ প্রস্তুত না করিলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডকে ঐ বাঁধ করিবার ক্ষমতা প্রদান এবং জমিদারের নিকট হইতে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের খরচা আদায়ের ক্ষমতা প্রদান; এবং জমিদার বাঁধ খরচা বাবদ যাহাতে অতিরিক্ত আদায় করিতে না পারে তাহা আইনের দ্বারা বন্ধ করা।
১৬। কোরফা প্রজাকে নিম্নলিখিত স্বত্ব প্রদান করা ঃ
ক) বার বৎসর পর জোৎ স্বত্ব অর্জন ; (খ) কোরফা স্বত্ব দান বিক্রয়াদির দ্বারা হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা ; (গ) উত্তরাধিকার সূত্রে কোরফা স্বত্বলাভের ক্ষমতা; (ঘ) যাহাতে উচ্ছেদ না হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা।

ভারতীয় প্রথম কম্যুনিষ্ট কনফারেন্স
কানপুর
ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পাটির গঠন নীতি
যেহেতু দেশীয় ও বৈদেশিক ধনিকগণের দ্বারা এবং ভারতীয় জমিদার - গণের শোষণ বৃত্তির দ্বারা ভারতবর্ষের শ্রমিককৃষকগণ মানুষের মত জীবনযাপন করিতে পারিতেছে না, যেহেতু ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রীয় দলসমুহে বুর্জোয়া (অভিজাত)দেরই সমধিক প্রভুত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে আর এই প্রভুত্ব সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় কৃষক শ্রমিকগণের উন্নতির পরিপন্থী, সেইহেতু ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের এই সম্মিলন প্রস্তাব করিতেছে যে ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মুক্তির জন্য একটি দল গঠিত হউক। এই দল ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি (Communist Party of India) নামে অভিহি
ত হইবে। এই দলের চরম উদ্দেশ্য হইবে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকগণের সাধারণতন্ত্র (স্বরাজ) জন-সম্পদের উপর জনসাধারণের অধিকার স্থাপিত হওয়া উচিত সেই সমস্ত সম্পদকে সর্বাধিকার ভুক্ত ও সর্বনাগরিকের আয়ত্ত করিয়াভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকগণের মানুষের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করার ব্যবস্থা করা কম্যুনিষ্ট পার্টির সাক্ষাৎ উদ্দেশ্য হইবে।

এই সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে সাফল্য লাভের জন্য এই পার্টিকে সহরে ও মফঃস্বলে শ্রমিক ও কৃষক সংঘ গঠিত করিে
ত হইবে, ডিষ্ট্রিক্ট ও তালুক বোর্ড মিউনিসিপ্যালিটি ব্যবস্থাপক ও সভাসমূহে লোক প্রেরণ করিতে হইবে এই এইরূপ অন্যান্য উপায় ও প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। এখন যে সকল রাষ্ট্রীয় সংঘ রহিয়াছে এই পার্টি তাহাদের সমবায়ে বা তাহাদিগকে বাদ দিয়া কাজ করিবে।
এই পার্টির একটি কেন্দ্র কার্যালয় থাকিবে, কার্যালয়ের কাজ চালনার জন্য সভাপতি থাকিবেন।
সম্মিলনের সভাপতি আগামী বর্ষে অন্য সম্মিলন হওয়া পর্যন্ত এই পার্টির সভাপতি থাকিবেন।
কেবলমাত্র কম্যুনিষ্টগনই এই পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন। তাঁহাদিগকে পার্টির উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত

করার জন্য প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইবে
কোন সাম্প্রদায়িক সভা বা সংগঠনের সভ্য এই পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন না।
ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির কংগ্রেস বা সম্মিলনের অধিবেশন বৎসরে একবার করিয়া ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে হইবে।
এতদ্ব্যতীত ড্রুস ও রীফবাসিগণের স্বাধীনতা সমরের সহিত সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া সম্মিলন এক প্রস্তাব গ্রহন করিয়াছে । ইংল্যাণ্ডে যে সকল কম্যুনিস্ট সম্প্রতি কারারুদ্ধ হইয়াছেন, সম্মিলন তাঁহাদিগকে সমবেদনা জানাইতেছেন এবং ইংল্যাণ্ডের সরকারে এরূপ ব্যবহারের প্রতি বিরক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে বৃটিশ পার্লামেন্টের কম্যুনিষ্ট ও ভারতীয় সদস্য মিঃ সাকলাৎওয়ালাকে যে আমেরিকাতে যাইতে দেওয়া হয় নাই তৎপ্রতিও সম্মিলন বিরক্তি প্রদর্শন করিয়াছে।
নিম্নলিখিত ভারতীয় কম্যুনিষ্টগণের কারাবরণেও সম্মিলন সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছে ঃ
১। মোহাম্মদ আকবার খান (১০ বৎসর, এখনো কারাগারে)
২। গওহর রহমান (২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৩। মিঞা আকবার শাহ্ (২ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৪। সৈয়দ মোহম্মদ হাবীব (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৫। আবদুল মজীদ (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৬। রফিক আহ্মদ (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৭। ফিরো দীন (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৮। মোহাম্মদ সুলতান (১ বৎসর, পুরো খাটিয়া মুক্ত হইয়াছেন)
৯। শ্রীপাদ অমৃত ডাঙ্গে (৪ বৎসর, এখনো কারাগারে)
১০। মোহম্মদ শওকৎ উদ্‌মানী (৪ বৎসর, এখনও কারাগারে)
১১। নলিনীভূষণ দাশগুপ্ত (৪ বৎসর, পাকস্থলীতে সাংঘাতিক ক্ষত হওয়ার ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)
১২। মুজফ্‌ফর আহ্মদ (৪ বৎসর, যক্ষারোগাক্রান্ত হওয়ায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে)
১৩। মোহম্মদ শফীক্ (৩ বৎসর, এখনো কারাগারে)

বগুড়া জেলা প্রজা কনফারেন্স
বিগত ১২ই পৌষ রবিবার অপরাহ্ন বেলা ১টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত বগুড়া জেলা প্রজা কনফারেন্সর ৫ বার্ষিক অধিবেশন বগুড়া টাউনস্থ এডোয়ার্ড পার্কে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত সভায় জেলার বিভিন্ন স্থানের প্রায় তিন হাজার হিন্দু-মুসলমান প্রজা-প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিল। বাদানুবাদের পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত হইয়াছে।

১ম প্রস্তাব -- বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব বিষয়ক সংশোধন পাণ্ডু লিপি ৩রা ডিসেম্বরের কাউন্সিল সভায় সিলেক্ট কমিটির হাতে ন্যস্ত করা হইয়াছে. উক্ত বিল প্রজাদের স্বার্থের প্রতিকূলে প্রস্তুত হওয়ায় এবং সিলেক্ট কমিটিতে প্রজা-পক্ষের উপ
যুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি না থাকায় এই সভা বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেছে। দুর্বল প্রজার নায্য স্বার্থ ক্ষুন্ন করিয়া বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট ও জমিদার প্রতিনিধিগন জমিদারের অন্যায় স্বার্থ উদ্ধারকল্পে শক্তিপ্রয়োগ করিলে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুন্ন করা হইবে। অতএব এইসভা ব্যবস্থাপক সভা ও সিলেক্ট কমিটির মেম্বারগনকে অনুরোধ করিতেছে যে তাহারা যেন প্রজার ন্যায়স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কাজ করেন।
২য় প্রস্তাব -এই সংশোধন বিলের উপর প্রজাগণের সকল প্রকার মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে অতএর এই সভা আশা করেন যে, কাউন্সিল সভায় প্রত্যেক মেম্বার যেন প্রজাপক্ষে ভোট প্রদান করেন।
৩য় প্রস্তাব -- দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তী জোত ও তাহার স্বত্ব সর্বপ্রকারে হস্তান্তরযোগ্য হইবে। এইরূপ হস্তান্তর হইলে জমিদার কোন হেতুতেই হস্তান্তরিত জোতে খাশে লইতে বা স্বয়ং খরিদের দাবী করিতে পারিবেন না।
৪র্থ প্রস্তাব -- স্বভাবত বংশধর কিংবা মৃত বংশধরের বংশধরগণের অনুকুলে হস্তান্তরকালে জমিদার কোনই নজর পাইবেন না। তদ্ব্যতীত অন্যান্য প্রকার হস্তান্তরকালে এবং বাকী খাজনার বাকীপড়া নীলাম ব্যতীত

অন্যান্যনীলামে ডিক্রীদার কিংবা নীলাম খরিদ্দার নীলামী জমির ষোল-আনা জমির সালিয়ানা খাজনার ছয় গুণ টাকা জমিদার নজর বাবদ পাইবেন।
৫ম প্রস্তাব -- দখলীস্বত্ববিশিষ্ট রায়তী জোতের রায়ত, বৃক্ষরোপণ, ছেদন, ফুল, ফল ও উৎপন্ন উপভোগ করিবার পূর্ণ অধিকার পাইবেন। তজ্জন্য জমিদার কোন ক্ষেত্রেই মুল্যাংশের দাবী করিতে পারিবেন না।
৬ষ্ঠ প্রস্তার -- খাজনা আইনের ৩০(সি) ধারা মতে নিজ ব্যয়ে রায়তী জোতের উন্নতি বিধান করিলে এবং তাহাতে জমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধি হইলে জমিদার সঙ্গত মত জামা বৃদ্ধি পাইবেন। তদ্ব্যতীত অন্য কোন হেতুতেই জমা বৃদ্ধির দাবী করিতে পারিবেন না।

সাম্যবাদ কৃষকের ও শ্রমিকের আন্দোলন। ভারতবাসীগণ সাধারণভাবে এই আন্দোলনের কার্যপদ্ধতি ও উদ্দেশ্য সমর্থন করেন কিন্তু বুঝিবার ত্রুটিতে দুর্বল প্রকৃতিবিশিষ্ট কতিপয় লোক সাম্যবাদের নামেই ভয়ে কম্পিত হন। স্বার্থান্বেষী বণিক ও বিরুদ্ধবাদী অপরাপর ব্যক্তির কারসাজিতেই কাহারও মনেএই ভুল ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে; কেহ কেহ মনে করিতেছেন সাম্যবাদ রক্তপাত দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করতঃ কার্যোদ্ধারের পক্ষপাতী। এইরূপ ধারণার এক কারণ হইতে পারে যে আমরা সময় ও অবস্থার উপযোগী এবং আবশ্যক বোধে অহিংসা গ্রহণ করিয়াছি এবং মহাত্মা চিরদিন একই নীতি ধরিয়া থাকেন, তাহাও আমরা চাহি না। কেহ আবার এতটা ভ্রমাত্মক ধারণা পোষণ করেন যে তাঁহারা মনে করেন, সাম্যবাদীদের মতো 'তুমি' 'আমি' এক, তোমার জিনিষই আমার জিনিষ, আমার জিনিষেও তোমার সম্পূর্ণ অধিকার রহিয়াছে। প্রকৃত কথা হইতেছে এই যে যাবতীয় সম্পত্তিকে ব্যক্তিগত ও প্রাইভেট এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে ঘড়ি, ছাতা, বাসনপত্র, বিছানা, পোষাক - পরিচ্ছদ, গৃহ প্রভৃতি ব্যক্তিগত বা নিজস্ব সম্পত্তি আর জায়গা-জমি, কলকারখানা প্রভৃতি প্রাইভেট সম্পত্তি। কমিউনিস্ট বা সাম্যবাদীদলের বিধিব্যবস্থাগুলি কেবল প্রাইভেট সম্পত্তির প্রতি প্রযোজ্য হইবে; নিজস্ব সম্পত্তির পক্ষে ঐ সকল খাটিবে না। বিস্তৃতভাবে বলিবার সময়াভাব; তবে এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে যে, আমাদের নীতিতে বণিকের বা প্রাইভেট সম্পত্তির কোন স্থান নাই। সাধারণের বুঝিবার সৌকর্যার্থে সাম্যবাদকে এইভাবে প্রকাশ করা যাইতে পারে ---জলবায়ুর ন্যায় ভূমি ভগবানের দান এবং সেইজন্য সাধারণের সম্পত্তি জমিতে কাহারও স্বত্ব - স্বামিত্ব বর্তিতে পারে না। মনুষ্য কেবলমাত্র নিজের উপর সুবিধার জন্যই ইহা ব্যবহার করিতে পারে। যাহাতে কোন বিশৃঙ্খলা দেখা না দেয়, সেজন্য বা স্বীয়স্বাধীনতা ও আমাদের জন্য নীতি অনুসারে নিজেদের কার্যনির্বাহ করিতে পারে ; ইহাই আমাদের কার্য -- সোভিয়েট শাসন নীতি। আমাদের নীতির যে অংশর সহিত সোভিয়েট নীতির মিল আছে, তাহা আলোচনার পর কনফারেন্সে গৃহীত হইবে। আমাদের উদ্দেশ্য নিচে বিবৃত করা যাইতেছে। সদুপায়ে স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে ইহাকে সোভিয়েট শাসনতন্ত্রের আকার দেওয়া এবং তাহাতে সাম্যবাদের নিয়মগুলি কার্যে পরিণত করা। স্বরাজ লাভ হইবার পূর্বে কৃষক ও শ্রমিকদিগের উন্নতির জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করা এবং এই উদ্দ্যেশ্যে ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলির সহিত একযোগে কার্য করা, যেন স্বরাজ স্থাপিত হওয়া মাত্র সাম্যবাদ নীতি অনুসারে কাজ হইতে পারে তদুদ্দেশ্যে সাম্যবাদ নীতি প্রচার করিয়া জনমত গঠন করা। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটি একেবারে ষোল-আনা ভারতীয় এবং বর্তমান সময়ে দলের কার্য ভারতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। বিদেশীর অনুরূপ প্রতিষ্ঠান ও দলসমুহের সহিত আমাদের সহানুভূতি ও মানসিক ঐক্য ও নৈকট্য থাকিবে। আমরা একই পথের পথিক ; তাঁহাদের হইতে কোন অংশে ছোট নহি। আমরা তাঁহাদিগকে হাত ধরিয়া কোন সাহায্য করি না বা তাঁহারাও টাকা-পয়সা দ্বারা আমাদের সহায়তা করিতেছেন না।

সাম্যবাদ ও ধর্ম
দুরভিসন্ধি প্রণোদিত অনেকে বলেন, সাম্যবাদ ধর্মের শত্রু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, ধর্মবিষয়ে আমরা যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা ও পরমত সহিষ্ণুতা সমর্থন করিয়া থাকি। যে কেহ আমাদের নীতিতে বিশ্বাসবান হইবে, হিন্দু হউক, মুসলমান হউক কি খৃষ্টান হউক, কোন ধর্ম তাহার থাক বা না থাক আমরা তাহাকেই আমাদের দলে গ্রহণ করিব। অর্থাৎ আমরা সকল ধর্মকেই স্বীকার করি এবং কোন ধর্ম না থাকাটাকে অর্থাৎ নাস্তিকতাকেও একটি ধর্ম মনে করি। কোন কোন মুসলমান নেতা এই অমুলক অপবাদ দিতেছেন যে, সাম্যবাদ ইসলামের শত্রু। প্রকৃতপক্ষে ইহা আদৌ সত্য নহে, বরং সাম্যবাদের চেয়ে ইসলামই ধনিকতন্ত্রের অধিকতর বিরোধী এবং যে পর্যন্ত একটি

প্রাণীও অভুক্ত থাকিবে,সে পর্যন্ত ধনিকদের ব্যবসায়ে অর্থসঞ্চয় করিবার কোন অধিকার নাই, এইজন্যই 'জাকত'-এর বাধ্যবাধকতা ন্যস্ত করা হইয়াছে। নমাজের পরই কোরাণে জাকতের উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। প্রথম খলিজা যাহারা 'জাকত' দিতেঅস্বীকার করিয়াছিল, তাহাদের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। পরিশ্রম বিনা শুধু মূলধনের উপর সুদ গ্রহণ অন্যায়, এই জন্যই মুসলমানদের পক্ষে সুদ খাওয়া নিষিদ্ধ। কুসীদ্‌জীবী বিনা পরিশ্রমে টাকা ধারে দেওয়া সুদ খায়। এইজন্যই ইসলাম ধর্ম সুদ গ্রহণকে এত ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন। সাম্যবাদও এই সুদ গ্রহণ ব্যাপারটাকে অন্যায় বলিয়া ঘোষণা করিতেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন

সকলেই জানেন ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কানপুরে ভারতীয় কমিউনিষ্টগণের প্রথম সম্মিলন হয়েছিল। স্থির হয়েছে বোম্বেতে কমিউনিষ্ট পার্টির একটি কেন্দ্র কার্যালয়, আর কানপুর, কলিকাতা, লাহোর ও মাদ্রাজে পৃথক পৃথকশাখা কার্যালয় স্থাপন করা। বাংলাদেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে একমাত্র রাধামোহন গোকুলজী উপস্থিত ছিলেন। আমিও উপস্থিত ছিলুম বটে, কিন্তু আমি গিয়েছিলুম আলমোড়া হ'তে। কলিকাতায় কার্যালয় স্থাপন করা ও বাংলাদেশে পার্টি গঠন করার ভার আমার উপরে দেওয়া হয়েছে। আমার স্বাস্থ্য মোটেই ভাল নয়। সংযুক্ত প্রদেশের কারাগারে ক্ষয়রোগে ভুগে ভুগে যখন মরণাপন্ন অবস্থায় পৌঁছেছিলুম তখন ভারত গভর্ণমেন্ট আমায় মুক্তি দিয়েছেন। তারপরে কুর্মাচলের আলমোড়াতে ৩ মাস থেকে যদিও চলাফেরার শক্তি কতকটা ফিরিয়ে পেয়েছি, তথাপি এই ঘৃণিত ব্যাধি হ'তে একেবারে মুক্ত হ'তে এখনও পারি নি, এবং আর কখনও পারব কিনা তাও জানিনে। এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকা আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ত নয়ই, পরন্তু সম্ভবপরও হয়তো হয়ে উঠবে না। তবে, আমার একার অভাবে বাংলাদেশে কমিউনিষ্ট পার্টির গঠন স্থগিত থাকা কিছুতেই উচিত হবে না। বাংলায় যাঁরা কমিউনিষ্ট আছেন, তাঁরা

সমবেত হয়ে পার্টি গঠন করুন, এই সনির্বন্ধ অনুরোধ আমি তাঁদেরকে জানাচ্ছি। কমিউনিষ্ট হ'তে বলা এদেশের আইন অনুসারে অপরাধ নয়। বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি গঠন সম্বন্ধে কতদূর কি করতে রাজী আছেন, তা আমায় জানালে আমি বড় বাধিত হব।

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

৩৭নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা

কোথায় প্রতিকার ?

মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

বালির উপরে পাকা ইমারত তৈয়ার হতে পারে না, একথা সকলেই জানেন, কিন্তু তথাপি আজ ক' বছর থেকে ভারতবর্ষে একান্তভাবে সে চেষ্টাই চল্‌ছিল। অদ্ভুত, অবৈজ্ঞানিক উপায়ে কোনো কাজ করতে গেলে যা হয়ে থাকে ভারতের ভাগ্যেও ঠিক আজ তাই হতে চলেছে -- লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দিন থেকে ভারতে যে একটি রাষ্ট্রীয় পাকা ইমারতগড়ে উঠেছিলো, সেইটে আজ ভেঙে পড়তে বসেছে -- শুধু ভেঙ্গে পড়তে বসেছে তা নয়, প্রকৃতির নিয়মানুসারেই তাকে ভেঙ্গে পড়তেই হবে। ভারতের জাতীয় মহাসমিতি (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস) ভারতে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ও প্রতিপত্তিশালী সঙ্‌ঘ্‌। এক ফুৎকারে যেমনি তাদের ঘর উড়ে যায় ঠিক্‌ তেমনিভাবে আজ জাতীয় মহাসমিতি উড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। ধরতে গেলে অনেকটা উড়েইত গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল ?

ধর্মের ভেদবুদ্ধির ভিত্তির ওপরে জগতে কোনদিন কোন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি, ইতিহাসেও এমন দৃষ্টান্ত আছে বলে আমরা কোনো দিন শুনিওনি। কিন্তু ভারতে হিন্দু আর মুসলমান মিলে যে একটা সংহতি গড়বার চেষ্টা চলেছিল, কিংবা আজো পর্যন্ত চলেছে, তাতে এই ধর্মের ভেদ-বুদ্ধির একটা প্রণোদন সব সময়ে ছিল এবং আজোও আছে। লক্ষ্ণৌর কংগ্রেসে হিন্দু আর মুসলমান সংহত হয়েছিল কিন্তু যে চুক্তির ওপরে হয়েছিল সেটা ধর্মের ভেদ-বুদ্ধি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। সকলেই জানেন, মুসলমান- দিগকে প্রতিনিধি নির্বাচনের বিশেষ অধিকার দেওয়ার কথা লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই স্থিরীকৃত হয়। গান্ধীজীর নন্‌-কো - অপারেশন আন্দোলনও আগাগোড়া ধর্ম সাম্প্রদায়িক ব্যাপাররে পরিপূর্ণ ছিল। এই আন্দোলনে আসমুদ্র-হিমাচল সমগ্র ভারত বিক্ষুব্ধ

হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু হিন্দু আর মুসলমান কেউ কাউকে বিশ্বাস করেন নি। হিন্দুরা কখনো মনে করতে পারেন নি যে খিলাফৎ আন্দোলনে তাঁরা যোগদান নাকরলে মুসলমানরা তাঁদের সাথে মিশে কাজ করবেন আবার অনেক মুসলমান ভারতের রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে শুধু এই জন্যেই এসেছিলেন -- যেহেতু হিন্দুরা খিলাফৎ আন্দোলনে মুসলমানদের পক্ষ নিয়েছিলেন। বাদ্য আর খাদ্যের একটা হাস্যাস্পদ প্রশ্ন ছিল নন- কো-অপারেশন আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন। গরু নাকি হিন্দুর দেবতা, সেজন্য মুসলমানদের বলা হয়েছিল, ''তোমরা কখনো গরু খেয়ো না।'' মসজিদে, মসজিদে মুসলমানরা নামাজ পড়ে থাকেন। সেই নামাজের নাকি ভয়ানক ব্যাঘাত ঘটে--হিন্দুরা তার সম্মুখ দিয়ে বাদ্য বাজিয়ে গেলে। বড় বড় শহরে ট্রামের ঘর্‌ঘরানিতে নামাজের ব্যাঘাত হয় না, মোটরের ভোঁভোঁতেও কোনো ব্যাঘাত হয় না, এমনকি মোহরমের বাদ্য যত তুলমুলভাবেই বাজুক না কেন তাতেও নামাজের এতটুকুও ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না, --হয় কেবল হিন্দুর বাদ্যধবনিতে। মুশকিল এই যে এই বাদ্য বাজানো আর সঙ্কীর্তন করা হিন্দুর আবার ধর্মকর্ম। গরু খাওয়ার বিরুদ্ধে দু'শ্রেণীর হিন্দু দুইদিক থেকে আপত্তি করে থাকেন। এক শ্রেণীর হিন্দু বলেন এবং বিশ্বাসও করেন যে গরু তাদের দেবতা। আর এক শ্রেণীর হিন্দুর মনে গরু যে দেবতা এ কুসংস্কারটি বদ্ধমূল হয়ে আছে ; কিন্তু, এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে এমন হাস্যাস্পদ কথাটি তারা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারেন না। তাই তাঁরা আপত্তিটিকে তুলে থাকেন ঠিক অন্যভাবে।তাঁরা বলেন নানাদিক থেকে মানুষের সেবার জন্য গরু একটি বিশেষ আবশ্যকীয় জন্তু। খেয়ে খেয়ে গরুর সংখ্যা কমিয়ে দিলে একদিন গো-বংশ সমূলে ধবংস হয়ে যাবে। কিন্তু খাদ্য হিসাবে গরুকে খেলে যে মানুষের একটা সেবা তাতেও হয়ে থাকে, এটা তাঁরা বুঝেও বুঝেন না। আসলে গরু যে এদেশে কম্‌ছে-কিংবা দুর্বল ও রুগ্ন হচ্ছে সে ত মানুষের খাওয়ার জন্য নয়। গরুর চেয়ে মুরগী ও ছাগল প্রতিদিন শতগুন বেশী বধ হচ্ছে। কিন্তু, তবুও মুরগী ও ছাগলের বংশভারত হতে ধবংস হয়ে যাচ্ছে না। হল্যাণ্ড আর সুইটজারল্যাণ্ডে লোকে কত ভাবে কত জিনিস তৈয়েরী করে প্রতিদিন গো মাংস খাচ্ছেন তার ইয়ত্তা করাই কঠিন। অথচ এই দুই দেশে এত গরু পাওয়া যায় যে, লোকেরা তা খেয়েফুরোতে পারেন না, তাই দেশে দেশে চালান পাঠিয়ে থাকেন জমিয়ে এবং আরো অনেক উপায়ে। আমাদের দেশে গরু
র যে অবনতি হচ্ছে, কিংবা গরু যে কমে যাচ্ছে তার কারণ যতটা যত্ন নেওয়া উচিত ততটা যত্ন আমরা গরুর নিই
না।

এই সমস্ত হাস্যাস্পদ ব্যাপারগুলো এদেশে রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে হয়ে ওঠে বড় প্রশ্ন, আর এ প্রশ্নগুলোর সমাধান না হলে হিন্দুতে আর মুসলমানে নাকি সম্মিলন কিছুতেই হতে পারেই না। চিত্তরঞ্জন ''স্বরাজ দল'', গঠন করলেন। মুসলমানকে তাঁর দলে চাই; তাই, তিনি এক চুক্তিপত্র তৈয়ার করলেন, তাতে বিধিবদ্ধ করলেন মুসলমানদের বিশেষ নির্বাচনঅধিকার বিশেষভাবে দেওয়া হবে, অফিস আদালতে চাকুরীও দেওয়া ঠিক সেইভাবে। আমি জানি ধর্মের স্বাভাবিক ঘৃণা আমাদের দেশের লোকদের এমনি অন্ধ করে রেখে দিয়েছে যে তারা অপর ধর্মাবলম্বীকে তার ন্যায্য অধিকার দিতে পারে না। এ অন্ধত্ব হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে সমানভাবেই আছে। তবে অফিস- আদালত আদিতেও হিন্দুদের সংখ্যা বেশী বলে চাকুরী প্রভৃতির দিক থেকে মুসলমানরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আস্‌ছে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু এই সমস্ত ভেদবুদ্ধির প্রতিকার লক্ষ্মৌ থেকে আরম্ভ করে 'স্বরাজ দল' গঠন পর্য্যন্ত যা কিছু হয়ে গেছে, তার কোনটাতেই হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সম্মিলনের জন্যে যা যা করা হয়েছে সে সমস্তই সাম্প্রদায়িক বিচ্ছেদের পথ প্রশস্ততর করে দিয়েছে. ভয়ানক ঝড় আরম্ভ হওয়ার পুর্বক্ষণে আকাশ যেরূপ ভাব ধারণ করে থাকে, আজসমগ্র ভারতবর্ষ ঠিক, সেইরূপ ভাবই ধারণ করে আছে। হিন্দু মহাসভা, হিন্দু সংগঠন, শুদ্ধি আন্দোলন, খিলাফৎ, তবলীগ, তনজীম, মুসলীম লীগ প্রভৃতিতে মিলে এমন একটি সর্বনেশে ব্যাপার ঘটিয়ে তোলার বন্দোবস্ত করে তুলেছেযে তাতে ভারতের সমস্ত আশা-আকাঙক্ষা ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

লালা লাজপৎ রায় নাকি একজন 'সোশালিষ্ট'। সোশালিষ্টরা ধর্ম সাম্প্রদায়িক ব্যাপারে আপনাদিগকে কিছুতেই প্রলিপ্ত করতে পারে না। আমার বেশ মনে পড়ছে আমেরিকা হতে ফিরে এসে 'লালাজী' ঘোষণা করেছিলেন যে কোন ধর্মে তাঁর আস্থা নেই। অথচ আজ সেই লালাজী হিন্দু মহাসভা আর সংগঠনের একজন মস্ত চাঁই। লালজী যতই ব্যাখ্যান করুন, আর যতই কৈফিয়ৎ দিন না কেন, তাঁর হিন্দু মহাসভা আর সংগঠন

ভারতের কোনো হিতসাধন করতে পারবে না। পরন্তু সর্বনাশ সাধন যথেষ্ট করবে। ডাক্তার সয়ফুদ্দীন কিচ্‌লু জেল হতে বেরিয়ে এসে বলেছিলেন হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ মিটানোর জন্যে তিনি তাঁর জীবন পর্য্যন্ত বলিদান করতে প্রস্তুত আছেন। এহেন ডাক্তার কিচলু আজ ''তনজীম'' আন্দোলনের প্রধান পাণ্ডা। হিন্দু-মুসলীম বিবাদ মিটানোর কি মহান চেষ্টাই আজ তিনি করেছেন।
চারদিক থেকে এই যে অমঙ্গল ঘনিয়ে এসেছে, এর প্রতিকার কোথায়? কি করে ভারতবর্ষ আজ আপনাকেএই সকল অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচাতে পারে?

জগতে অসংখ্য ধর্ম রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনে করেন তাঁর ধর্মটি বিশেষভাবে সত্য--প্রত্যেক ধর্মাবলম্বীই মনেকরেন ঈশ্বরের বিশেষ ইচ্ছানুসারে তাঁর ধর্মটির সৃষ্টি হয়েছে। অথচ একটি ধর্মের বিধিনিষেধের সাথে আর একটিধর্মের বিধিনিষেধের কিছুতেই মিশ খাচ্ছে না। গরু নামক জন্তুটি মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতির খাদ্য, এবং হিন্দুর দেবতা। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী লোকেরা, পরস্পরের প্রতি ধর্মের দিক থেকে এমনি বিশ্রীভাবে ঘৃণা পোষণ করে থাকেন যে তাদেখে মনে হয়, ধর্মের সৃষ্টি মানুষের জন্য হয় নি, পরন্তু মানুষের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের জন্য, সকল ধর্মাবলম্বী লোকেরমুখেই একটি সাধারণ কথা আমরা শুনতে পেয়ে থাকি। তাঁরা বলেন, মানুষ নামক জীবটি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠতম ও সুন্দরতম সৃষ্টি। আবার, এই মানুষকে ঘৃণা করাই নাকি ঈশ্বরের অভিপ্রেত ধর্ম। ধর্মের মৌলিক ভিত্তিটা কি, তা নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাইনে। তবে, আজকের দিনে ভারতবর্ষে ধর্ম যে জায়গায় এসে পৌঁছেচে, তাতে এখনো ভারতের জনসাধারণ, বিশেষ করে, তরুণ শিক্ষিত সম্প্রদায়, অবহিত না হলে আমাদের সকল আশা-আকাঙক্ষার অবসান এখানেই হয়ে যাবে। দেশের জনসাধারণ চারদিক থেকে বিলুণ্ঠিত হয়ে খাওয়া-পরার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আজ তাদের যে শক্তিটা তাদের অন্নবস্ত্রাভাবের কারণ অনুসন্ধানে ব্যয়িত হতে পারত, সেই শক্তিটা ব্যয়িত হচ্ছে ধর্মের গোঁড়ামীর জন্যে। দেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির আড্ডা হয়ে উঠেছে, নিরীহ বুভুক্ষিত শ্রমিক
ও কৃষকদিগকে স্বার্থপর লোকেরা ধর্মের নামে নাচাচ্ছে।

একটি মাত্র জিনিস -- কম্যুনিজম -- আজ ভারতবর্ষকে ধবংস হতে রক্ষা করতে পারে। কম্যুনিষ্টরা মনুষ্যত্বটাকে বড় বলে মানে, সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৃদ্ধির প্রশ্রয় তারা একেবারেই দেয় না। তারা ধনিকগণের লোভ-লোলুপতার অবসান করে দিতে চায়। সমস্ত রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করে, সর্ব সম্পদ ও উৎপাদিত যাবতীয় সামগ্রী জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করে এবং উৎপাদন ও বন্টনের সুব্যবস্থা করে কম্যুনিষ্টরা জগতে স্থায়ী শান্তি আনয়ন করবে।

নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলণ
২য় অধিবেশন, কৃষ্ণনগর, নদীয়া
নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের প্রথম অধিবেশন ১৯২৫ অব্দের ৭ই-৮ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে বগুড়া সহরে হয়। ঐ সম্মিলনে সমগ্র বঙ্গের জন্য একটি স্থায়ী প্রজা সংঘ ও নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের গঠনপ্রণালী ও নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সম্মিলনের গত ফরিদপুর অধিবেশনের সময় বগুড়া প্রজা সমিতির সভাপতি রূপে শ্রীযুক্ত ললিত মোহন সান্যাল মহাশয়ের নেতৃত্বে উক্ত কমিটি নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন। বগুড়াতেই স্থির হয় নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন নদীয়াতে হইবে। তদনুসারে মৌলবী সামসুদ্দিন আহম্মদকে সভাপতি ও নিম্নস্বাক্ষরকারীকে সম্পাদক করিয়া একটি অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হইয়াছে। অন্যান্য জেলার প্রজা প্রতিনিধিসমূহ এই ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছেন যে, বঙ্গীয় লাট কাউন্সিলের ফেব্রুয়ারী মাসে অধিবেশনেরপূর্বেই বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন সম্বন্ধে প্রজা পক্ষের মতামত স্পষ্টভাবে জানাইয়া দেওয়া আবশ্যক। এ জন্য আগামী ৬ই-৭ই ফেব্রুয়ারী বাং ২৩শে-২৪শে মাঘ কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনীর অধিবেশন স্থির হইয়াছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক মহকুমা হইতে অন্ততঃ একজন করিয়া প্রতিনিধি উপস্থিত হইবেন। প্রতিনিধিগণের ও অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণের দুই টাকা করিয়া 'ফি' ধার্য্য করা হইয়াছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভ্যগণ ও স্থানীয় প্রজা সমিতির প্রতিনিধি রূপে নির্বাচিত হওয়া চাই। অন্যান্য জেলার প্রজা সমিতিসমূহ অবিলম্বে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া তাঁহাদের নাম-ধাম সম্মিলনীর অধিবেশনের অন্তঃ ৩ দিন পূর্বে যেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদকের নিকট পাঠান -- অন্যথা অভ্যর্থনা সমিতি তাঁহাদের সঙ্গে বিছানাপত্র, মশারি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিষপত্র লইয়া আসিবেন। কলিকাতা ও মফঃস্বলের বহু নেতা সম্মিলনীতে যোগদান করিবেন বলিয়া জানাইয়াছেন। সঠিক সময় ও স্থান পরে জানানো হইবে। আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে উক্ত বিষয়গুলি প্রধান হইবে ঃ-- (১) কৃষক - শ্রমিক দল গঠন ; (২) বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন ; (৩) কাউন্সিল নির্বাচন।
ইতি---
কৃষ্ণনগর শ্রীহেমন্ত কুমার সরকার
২০ / ০১ / ২৬ সম্পাদক, অভ্যর্থনা সমিতি

খড়কুটো
গত ২০শে ডিসেম্বর রবিবার বেলা ৪টার সময় ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরের অন্তর্গত মেষ্টাবাজার সংলগ্ন মাঠে প্রজাস্বত্ব আইনের আলোচনার জন্য একটি রায়ত সম্মিলনীর অধিবেশন হয়েছিল। যাতে নিম্নলিখিত প্রজাস্বত্ব আইনরূপে পাশ হয়, তার জন্য সাধারণের পক্ষ থেকে প্রস্তাব উপস্থাপিত করা হয়।
১। প্রজার দখলী স্বত্ববিশিষ্ট জোতগুলি হস্তান্তর করবার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হোক, আর জমিদারের পত্তনী নম্বর প্রথা তুলে দেওয়া হোক।
২। দখলী জমির গাছ কাটবার অধিকার প্রজাকে দেওয়া হোক।
৩। নিজের দখলী জমিতে পুকুর ও দালান করার অধিকার দেওয়া হোক
৪। প্রজার দখলী জোতের উপর জমিদারের জমাবৃদ্ধির অধিকার রহিত হোক।
৫। জমিদারির নির্দিষ্ট কর ব্যতীত অতিরিক্ত খরচ আদায়ের প্রথা রহিত করা হোক।

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্রের সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com